জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০•০—

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৬শে ভাদ্র বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 12th Sept. 1951 | ১৮শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্

এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড আফস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

মহাত্মাজীর ভক্তগণ ও কংগ্রেসী দুর্নীতি

—•—

মহাত্মাজী স্বাধীনতা আমদানীর পর বলিয়াছিলেন—দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন শাসকগণের অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে কংগ্রেসের আবশ্যকতা ছিল। দেশ যখন কংগ্রেসের শাসনাধীনে আসিল, তখন আর কংগ্রেসের কি দরকার? কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়াই উচিত। ভক্তগণ সুবিধামত গুরুদেবের আদেশ মানিতে অভ্যস্ত। কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়া, ৫০০৲ টাকার বেশী মাইনা না লওয়া, চরকা কাটিয়া সুতা তৈরী করিয়া, খদ্দর বুনিয়া লজ্জা নিবারণ করার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিলে লাভের অঙ্ক কম হওয়া তো ভক্তগণের ইচ্ছা নয়। তারা গুরুর কৃপায় চায় অর্থ ও ক্ষমতা। গুরুবাক্য মানিতে গিয়া যদি কাম্য বস্তুতেই বঞ্চিত হয় তবে গুরুকরণে ফল কি? অনেকে গুরুদেবের অসাক্ষাতে "দোষাবাচ্যা গুরোরপি" অর্থাৎ গুরুর দোষও বলা উচিত এই বাক্যও কখন কখন অনুসরণ করিত। ভক্তদের মধ্যে এ কথাও উঠিয়াছে যে "চরকা কাটা সুতার খদ্দরের প্রচার করা যাঁর ধর্ম্ম, তিনি কাপড়ের কলের মালিকদের সেবা গ্রহণ করিতে শেঠজীর বাড়ীতে আস্তানা করেন কেন? তাঁহাকে তাঁহারা ভক্তি ক'রে নানা উপাদেয় খাদ্য দেয় তা তো কই প্রত্যাখ্যান করেন না। মহাত্মাজীর যা সম্ভব তা কি সকলের সম্ভব হয়। কম টাকা মাইনে নিয়ে কি মারা যাব। তবে ভোল বজায় রাখার জন্য খদ্দর কিনে সব পরবো। মহাত্মাজী যা বলেন তা করা সময়ে চলে না।"

কংগ্রেসে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, একথা তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। কংগ্রেসের ।০ চারি আনার সভ্যও তিনি ছিলেন না, তবুও তিনিই ছিলেন যেন কংগ্রেসের পরিচালক। স্থানে স্থানে কংগ্রেসের যে মহা-অধিবেশন হইত তাহাতেও তিনি উপস্থিত থাকিতেন। কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির সময় তিনি তীব্র ভাষায় মন্তব্য করিতেন—"আমাদের ফিলিপ্‌সের সার্কাস এবারকার মত ভাঙিল।" আবার সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় প্রিয়পাত্র প্রার্থী বিশেষের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেও ছাড়িতেন না। তাহাতে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গলের পাল্লায় এক পক্ষ সমর্থনের নেশাও তাঁর না থাকা ছিল না। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সীতারামিয়ার পরাজয় তিনি নিজের পরাজয় বলিয়া স্বীকারও করিয়াছেন। এতো নেশা থাকা সত্তেও তিনি কংগ্রেস ভাঙিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। কোন ভক্তই সে কথা কানে করে নাই। কংগ্রেসের আওতায় যত দিন মোটা মাইনার পদাধিকার ছিল, তখন যে ব্যক্তি কংগ্রেসের দুর্নীতি স্বীকার করে নাই, পদটি ছাড়িতে বাধ্য হইয়া তারপর কংগ্রেসে কেবলই দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই নাই বলিয়া উহা ত্যাগ করিয়া আবার সুনীতি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্যস্ত। প্রতিষ্ঠান এক এক করিয়া অনেকগুলি হইয়াছে। সকলেরই কিন্তু দেশসেবা করিবার একমাত্র পন্থা হইতেছে—ভারতের আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হওয়া এবং শাসন পরিষদে একটা মোটা মাইনার কেষ্ট বেষ্ট হওয়া। এ ছাড়া মহাত্মাজীর ভক্তগণ দেশ সেবার আর কোনও পথ খুঁজিয়া পান না বা পাইলেও তা পছন্দ করেন না।

গত নাসিক কংগ্রেসে যিনি যিনি সভাপতি হইবার জন্য বা নিজের পেয়ারা লোককে নির্ব্বাচন করার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ক্ষেত্রীকুলতিলক রাজর্ষি পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন কংগ্রেসের সভাপতি পদ অধিকার করিয়া যার যার থোঁতা মুখ ভোঁতা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারাই দেখিলেন কংগ্রেসের দুর্নীতি, কিন্তু স্বয়ং ট্যাণ্ডনজী ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। আচার্য্য কৃপালনী প্রমুখ কংগ্রেসীগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন, প্যাঁচ বিশারদ জনাব রফি আহম্মদ কিদোয়াই কংগ্রেস ছাড়িবার বহু পাঁয়তাড়া করিয়া শেষে কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্ব দুই ত্যাগ করিতে শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈনকে দোহারকী করার জন্য সঙ্গে লইলেন। জহরলালজী তাঁদের দুজনকেই মন্ত্রিত্বত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করাইলেন। আবার মিঃ কিদোয়াই মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন কিন্তু জৈন এবার তাঁর সুরে সুর দিলেন না। এবারে ভারতের ষড়গুণবলিজারিত মকরধ্বজের ন্যায় ভেষজগুণসম্পন্ন সকল রোগের একমাত্র ঔষধ স্বরূপ শ্রীজহরলাল নেহেরু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্যপদ এবং নির্ব্বাচন সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইল—তাঁহার এই সব ত্যাগ কংগ্রেসকে ঘা দিয়া কলঙ্কমুক্ত করা। আরও প্রমাণ হইল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঢালিয়া না সাজিলে তিনি এই ধনুক ভাঙা পণ ছাড়িবেন না। ক্ষেত্রীকুলোদ্ভব বহু মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ তাঁহাদের কুলগৌরব ট্যাণ্ডনজীকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শ অনুকরণ করিয়া সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। যেদিন এই সংবাদ কাগজে বাহির হইল তখন মনে হইল—বাঙলার বুকে অন্য প্রদেশের অষ্টবজ্র একত্রিত হইয়া বিরোধিতা করায় সুভাষচন্দ্র তাঁহার সিভিলিয়ানী পদের মত কংগ্রেসের সভাপতিত্ব হেলায় ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। আজ দিল্লীর বুকে সেই সব অষ্টবজ্রের দল ছুটাছুটি করিয়া কেহ কেহ দূতীয়ালী করিয়া ব্যর্থ হইল। যেসব কংগ্রেসী অনেকের মুখ কালো করিয়া ট্যাণ্ডনজীকে তক্তে বসাইয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারাই ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরুজী কংগ্রেসের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি একথাও স্বীকার করিয়াছেন—যে এক ব্যক্তিই প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি পদে থাকা খুব অশোভন। কিন্তু কি করা যায় আপৎকালে দোষ নাই। আমরা আমাদের গ্রামের যাত্রার দলে এক ব্যক্তিকে দাড়ি কামাইয়া সীতার বক্তৃতা করিতে, আবার তারপর দাড়ি লাগাইয়া বিভীষণের বক্তৃতা করিতে দেখিয়াছি। অভিনেতা পাওয়া না গেলে কি করা যাবে? যাত্রার দল তো ভাঙিয়া দেওয়া সোজা নয়। কংগ্রেসে বা কংগ্রেস সরকারে একই কর্ত্তা। আইনও হইয়াছে বেশ।

দুইএর মধ্যে যতই কলঙ্ক থাকুক না কেন সমালোচনার পথ বন্ধ করা আইনও রাজাজী উপস্থাপিত করিয়াছেন। জহরলালজী কংগ্রেসকে কলঙ্কমুক্ত করিবেন ঠিকই, তবে তাঁর সব কাজে একটু সময় লাগে বেশী। পাকিস্থানের সঙ্গে চুক্তি যে কার্য্যকরী হয় নাই, তাহা তিনি দেড় বৎসর পর বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যদি স্বাধীনতার আমদানীর মুখে বিহারে আইন পরিষদে যে সব দুর্নীতিপরায়ণ গুড়চোরদের কথা উচ্চ নিনাদে ঘোষিত হয়, তাহাদের ধরিয়া নিকটবর্ত্তী লাইট পোষ্টে তুরন্ত ফাঁসির ব্যবস্থা করিলে বহু কংগ্রেসী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ভয়ে সায়েস্তা হইয়া যাইত। কেবল বক্তৃতার চপটে দুর্নীতি নাশ কোনও কালে হয় নাই, হইবে না। আমরা প্রায়ই দেখি বাঙলার লোক এম, এ পাশ করিয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছে।

মাঝিডাঙ্গায় মন্ত্রী মহোদয়

—•—

পশ্চিম বঙ্গের বিচার ও আইন বিভাগের এবং আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিশেষ মন্ত্রী মাননীয় শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহাশয় মহকুমার আদিবাসীগণের সহিত সাক্ষাৎ মানসে গত ৭ই সেপ্টেম্বর সাগরদীঘিতে শুভাগমন করেন। মহকুমা শাসক মহাশয় থানা প্রাঙ্গণে অপরাপর সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহ সচিব মহোদয়কে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকায় তিনি সদলবলে মাঝিডাঙ্গায় তিন সহস্রাধিক এক জনসমাবেশে উপস্থিত হইলে স্থানীয় সার্কেল অফিসার মহাশয় কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হয়েন। আদিবাসীগণ তাঁহাদের প্রথানুসারে নৃত্যগীতাদি সহযোগে মন্ত্রী মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে বরণ করেন। সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়। জেলা প্রচার আধিকারিক ও অবর জেলাশাসক মহাশয়গণ সভায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রারম্ভে সাঁওতালগণ হিন্দীভাষায় "জনগণমন" সংগীতে সভার উদ্বোধন করেন। আদিবাসীদের এবং সাগরদিঘী থানার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টদের তরফ হইতে পৃথক পৃথক অভিনন্দন প্রদান করা হয়।

অভিভাষণে মন্ত্রী মহাশয় সাঁওতালদের খাদ্য উৎপাদনে অদ্ভুত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং মহাজাতি সঙ্ঘের তাহারা যে অঙ্গস্বরূপ তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পূর্ব্বে কয়েক জন আদিবাসী সভায় বক্তৃতা করেন।

সর্ব্বশেষে তাঁহারা উপস্থিত অতিথিগণকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।

মহকুমা প্রচার আধিকারিক
জঙ্গিপুর।

তহবিল তছরুপে কারাদণ্ড

গত বৎসর ৺পূজার ছুটীর পূর্ব্বে জঙ্গিপুরের এডিসনাল রি-হ্যাবিলিটেসন অফিসার শ্রীদ্বারকানাথ সিংহকে কয়েক সহস্র টাকা লইয়া পলায়ন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। কয়েক মাস পরে তিনি স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইয়া টাকাগুলি ফেরত দেন। সাময়িকভাবে তহবিল তশ্রুপাতের অপরাধে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চলিতে থাকে। স্থানীয় সেকেণ্ড অফিসার শ্রীসরোজবল্লভ বিশ্বাস মহাশয়ের কোর্টে সিংহ মহাশয়ের প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রিতে সাগরদীঘি থানার ৪নং গোবর্দ্ধনডাঙ্গা ইউনিয়নের বিনোদ আখড়ার ভাবী মহান্ত সরলকৃষ্ণ দাস গোস্বামী মহাশয় আততায়ীর ছোরার আঘাতে নিহত হইয়াছেন। তিনি উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের একজন সভ্য ও ফুড য়্যাডভাইসারী বোর্ডের সেক্রেটারী ছিলেন। মাঝিডাঙ্গায় মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন উপলক্ষে সভায় তিনি যোগদান করিয়া ফিরিবার সময় এই ঘটনা ঘটে। তাঁহার ব্যবহারে পরিচিত সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ধুলিয়ানের অবস্থা

ধুলিয়ান গত বৎসরের ন্যায় এবারও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভাঙনের জন্য ধুলিয়ান পোষ্ট অফিস কাঞ্চনতলায় ও সমসেরগঞ্জ থানা রেল ষ্টেশনের নিকট ডাকবাংলায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। রেলওয়ে মাল গুদামের নিকট বাজার বসিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ
সার্বজনীন দুর্গাপূজার
১৩৫৭ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব

জমা—

পূজার জন্য মোট চাঁদা আদায়	৩৯৪৸৶১০
অভিনয়ের জন্য চাঁদা আদায়	৪৩৲
উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয়	২৷৶০
অবনীকুমার রায়ের নিকট হইতে ধার জমা	২৷৶১০
সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে ধার জমা	৶১০
মোট	৪৪৩৷৶১০

ব্যয়—

পূজা খরচ	...	...	১৪৯৷৹
অন্নভোগ	...	...	৩৪৸৶১৫
মণ্ডপ	...	...	৪৬৸৶০
অভিনয়	...	...	৭৫৸৶১০
প্রতিমা	...	...	৫০৲
লক্ষ্মীপূজা	...	...	৩০৸৶১০
আলো	...	...	১১৷৶১৫
বাদ্য	...	...	৩৪৶০
ছাপা খরচ	...	...	৪৲
নৌকা	...	...	২৲
বিবিধ	...	...	৩৷৶০
মোট			৪৪৩৷৶১০

Checked and found correct.
Sd. P. N. Chakravarty.
1. 9. 51.

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৫১

১৯৫১ সালের ডিক্রীজারী

১৩৫ খাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দেং আশুতোষ মণ্ডল দিং দাবি ৫১৮৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো দক্ষিণপাড়া ১৩১ শতকের কাত ৪৷৪ পাই আঃ ২০৲ খং ৭৭

১৪৭ খাং ডিঃ কুমার রামকিঙ্কর সিংহ দিং দেং শান্তিময় রায় চৌধুরী দিং দাবি ১০১৷৶৩ থানা সুতী মৌজে অমরপুর ৩-৯৮ শতকের কাত ৩৷৶৮ আঃ ২০৲ খং ৬০

৩৯৬ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং মহারাজ বাহাদুর সিংহ দাবি ৮২৮৷৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে এনায়েতনগর ৭৫-৯৩ শতকের কাত ৩৫৭৶০ আঃ ৪০০৲ খং ১০৭

৩২ অন্য ডিঃ কুমার রামকিঙ্কর সিংহ দিং দেং মহেন্দ্র-নারায়ণ সিংহ দিং দাবি ৩৬৷৬ থানা সুতী মৌজে শিধোরী ২-৩৮ শতকের কাত খাজনার যোগ্য রেকর্ড আঃ ৫০৲ খং ২৫২

৪৮৭ খাং ডিঃ পদ্মকামিনী দেবী দেং পটেশ্বরী দেবী দিং দাবি ১১৭৸০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সোনাটিকুরী ৫-১৪ শতকের কাত ২৪৷/১৫ আঃ ৭৫৲ খং ১০৭

৩১০ খাং ডিঃ ঐ দেং রায়কিশোরী দেবী দিং দাবি ২২৸৬ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ৩৲ আঃ ১০৲ খং ৩৮

৩১৩ খাং ডিঃ ঐ দেং বিন্দুবাসিনী দাসী দিং দাবি ১২৷৶৬ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ২৷০ আঃ ১০৲ খং ১২৮

৩১৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩৸৬ মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ২৯

৩১৫ খাং ডিঃ ঐ দেং কালীপদ সাহা দিং দাবি ৩৬৷৶০ মৌজাদি ঐ ১১ শতকের কাত ৩৸/৪ আঃ ১৫৲ খং ৩৫

৩১২ খাং ডিঃ সেবাইত ও স্বয়ং পদ্মকামিনী দেবী দেং দক্ষবালা দাসী দাবি ১৫৷/০ থানা সুতী মৌজে বাহাগলপুর ১-২৭ শতকের কাত ১৷০ আঃ ১০৲ খং ২৫৮

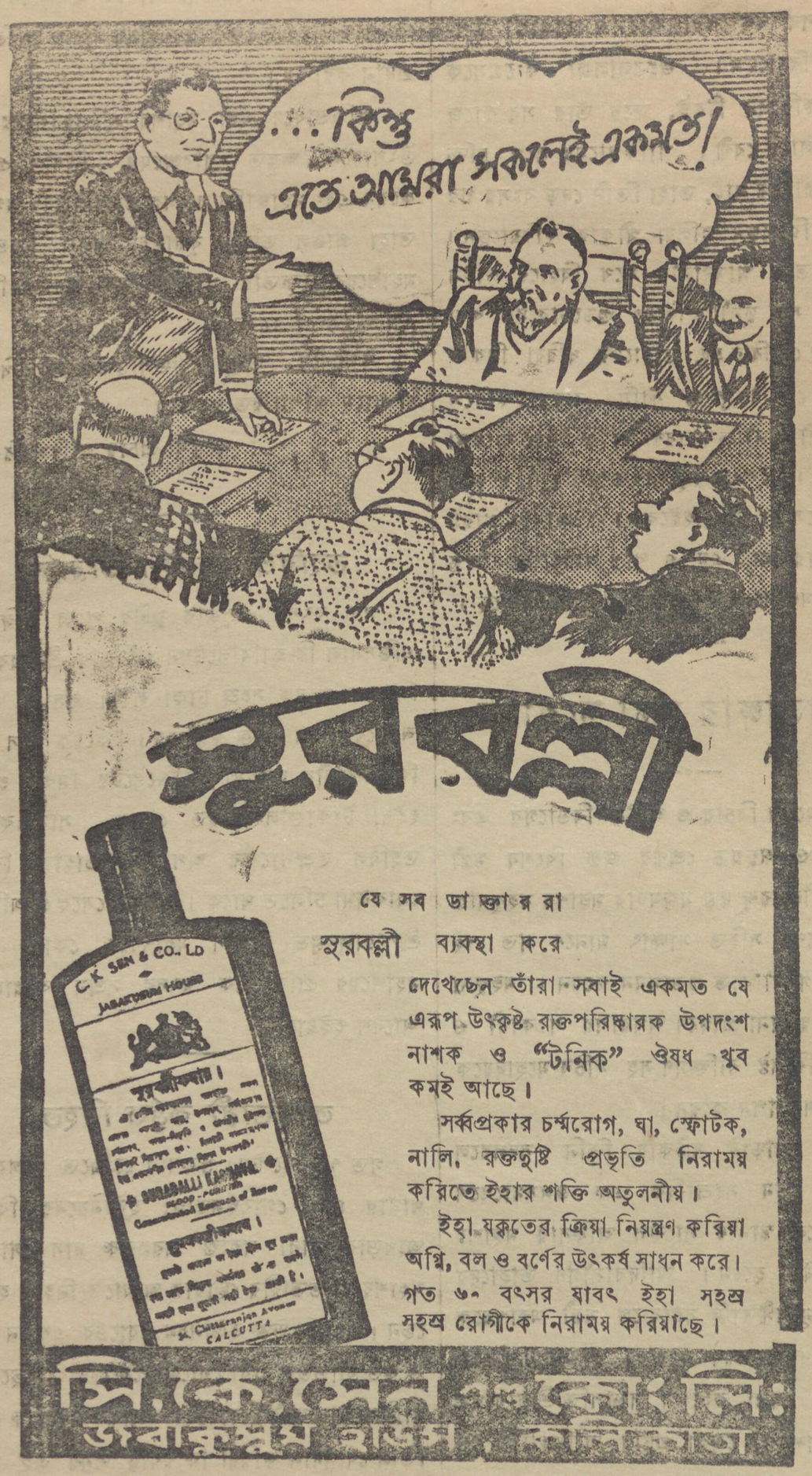

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত